বিসর্জ্জন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়

২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

বিসর্জ্জন

প্রথম সংস্করণ— [illegible]

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ—১৩২৮ সাল।

তৃতীয় (বিশ্বভারতী) সংস্করণ—১৩৩৩ সাল।

চতুর্থ সংস্করণ—(১১০০) জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ সাল।

মূল্য বার আনা

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।

রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

প্রাণাধিকেষু—

তোরি হাতে বাঁধা খাতা তারি শ খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ক-কোটর-বাসী চিন্তা-কীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ ক'রে
লিখিয়াছি নির্জ্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হ'লে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাটা করি শোন্,— একা আমি গৃহ-কোণ
কাগজ পত্তর ছড়াছড়ি,
দশদিকে বইগুলি, সঞ্চয় করিছে ধূলি,
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।
শয্যাহীন খাটখানা এক পাশে দেয় থানা
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর;
তারি 'পরে অবিচারে যাহা তাহা ভারে ভারে
স্তূপাকারে সহে অনাদর।

চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শুষ্কপ্রায়
মাঝে মাঝে বেধে আছে জল,
এক ধারে রাশ রাশ অর্দ্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ
তারি 'পরে বালকের দল।

ধরে মাছ মারে ঢেলা   সারাদিন করে খেলা
উভচর মানব শাবক।
মেয়েরা মাজিছে গাত্র   অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক ঝক।

উত্তরে যেতেছে দেখা   প'ড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ মাঝে,
বহু কষ্টে ডাক ছাড়ি'   চ'লেছে গরুর গাড়ি
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।
কেহ দ্রুত কেহ ধীরে   কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি   চলিয়াছে তড়বড়ি'
দুই ধারে দু-পা দুলাইয়া।

পরপারে গায়ে গায়   অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট অশ্বত্থেরা;
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি   সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা।
বিহঙ্গে মানবে মিলি'   আছে হেথা নিরিবিলি
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর;
সন্ধ্যাবেলা হোথা হ'তে   ভেসে আসে বায়ু-স্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীত-স্বর।

পূর্ব্ব প্রান্তে বনশিরে   সূর্য্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারিদিকে পাখীর কূজন;
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণ পরে   দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যুষে মধু-মাছি   বাহিরায় মধু যাচি'
কুসুম-কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে,
সেই ভোর বেলা আমি   মানস-কুহরে নামি'
আয়োজন করি লিখিবারে।

লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখী-গান কানে বাজে
মনে আনে কাল পুরাতন ;
ওই গান, ওই ছবি, তরুশিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্য ধন।
আদি কবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে
ভক্তি-ভরে করিছে বীজন,
ওই মায়া চিত্রবৎ তরু-লতা ছায়া-পথ
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্দ্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁসে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারিদিক ; বর্ত্তমান আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
"আজ" "কাল" দুটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি প'ড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে
চিরসত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য-বরিষণ,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি পুঁথির প্রাচীর গাথি'
প্রকৃতির গণ্ডী বিরচন,
কেবলি নূতনে আশ, সৌন্দর্য্যেতে অবিশ্বাস,
উন্মাদনা চাহি দিনরাত,
সে সকল ভুলে গিয়ে কোণে ব'সে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্নে পড়ে তরুচ্ছায়',
কল্পনার ধনগুলি হৃদয়-দোলায় দুলি'
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।

সেবি' বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু
ভোগ করে চাঁদের অমিয়,
ভেদ করি' মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে
এত কথা কয় শত স্বরে,
তাহাদের তুলনায় আর সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের 'পরে।
আজ সব হ'লো সারা, বিদায় ল'য়েছে তা'রা
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ি,
এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চ'লে
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি'।

তাই এত দিন পরে আজি নিজমূর্ত্তি ধরে
প্রবাসের বিরহ-বেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াবো যবে "কী এনেছো" বলি' সবে
যদ্যপি শুধাস্ হাসিমুখ,
খাতাখানি বের ক'রে বলিব "এ খাতা ভ'রে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ।"

সেই ছবি মনে আসে টেবিলের চারি-পাশে
গুটি-কত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই তিন ঊর্দ্ধে জ্বলে কেরোসিন,
কেদারায় বসি' ঠাকুরাণী।
দক্ষিণের দ্বার দিয়ে, বায়ু আসে গান নিয়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠে দীপশিখা,
খাতা হাতে সুর ক'রে অবাধে যেতেছি প'ড়ে
কেহ নাই করিবারে টীকা!

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত,
বাহিরে নিস্তব্ধ চারিধার ;
তোদের নয়নে জল ক'রে আসে ছলছল
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন-রচনায়,
মনে মনে প্রাণ ভরি' অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।

তা'র পরে দিনকত কেটে যায় এই মতো
তা'র পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হ'তে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তা'র পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে
চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি,
কেহ বলে, "ড্রামাটিক্ বলা নাহি যায় ঠিক্,
লিরিকের বড়ো বাড়াবাড়ি।"

শির নাড়ি কেহ কহে "সব সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভালো হ'তো আরো ভালো হ'লে !"
কেহ বলে "আয়ুহীন বাঁচিবে দু-চারি দিন,
চিরদিন র'বে না তা ব'লে !"
কেহ বলে "এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হ'তো যদি অন্য কোনোরূপ !"
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়
আমি শুধু ব'সে আছি চুপ।

ল'য়ে নাম ল'য়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি
ও সকল আনিস্‌নে কানে।
আইনের লৌহ-ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।

হাসি মুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে
ভালো যার লাগে তা'র লাগে।

রবি কাকা।

বিসর্জ্জন

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা
নক্ষত্ররায়	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
রঘুপতি	রাজ-পুরোহিত।
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত-যুবক, রাজ-মন্দিরের সেবক
চাঁদপাল	দেওয়ান
নয়ন রায়	সেনাপতি
ধ্রুব	রাজ-পালিত বালক
মন্ত্রী	
পৌরগণ	

গুণবতী	মহিষী
অপর্ণা	ভিখারিণী

বিসর্জ্জন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

গুণবতী

গুণবতী। মা'র কাছে কী ক'রেছি দোষ। ভিখারী যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে
তা'রে দাও শিশু—পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তা'র গর্ভে দাও
পাঠাইয়া—অসহায় জীব। আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারাণী, শত শত
দাস দাসী সৈন্য প্রজা ল'য়ে, ব'সে আছি
তপ্তবক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব ;—এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু

প্রাণ-কণিকার তরে! হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি!
কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হ'তে?

রঘুপতির প্রবেশ

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি! জেনে শুনে
কিছু তো করিনি দোষ! পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম—তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী?

রঘু। মার খেলা
কে বুঝিতে পারে বলো? পাষাণ-তনয়া
ইচ্ছাময়ী,—সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা! ধৈর্য্য
ধরো! এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

গুণ। এ-বৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানৎ, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশো মহিষ,
তিন শত ছাগ।

রঘু। পূজার সময় হ'লো।

(উভয়ের প্রস্থান

গোবিন্দমাণিক্য, অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ

জয়। কী আদেশ মহারাজ!

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তা'রে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা'র কাছে
বলি দিতে? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?

জয়। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হ'তে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে!—হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তা'র তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা! মোর
শিশু চিনিবে না তা'রে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা ক'রে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে ক'রে
নিয়ে তা'রে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ
ক'রে খাই। আমি তা'র মাতা!

জয় মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে, যদি তা'রে
বাঁচাইতে পারিতাম দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন—আমি তা'রে আর
ফিরাব কেমনে?

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন ?
মিছে কথা ! রাক্ষসী নিয়েছে তা'রে !
জয়। ছিছি !
ও কথা এনো না মুখে !
অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছো
কেড়ে দরিদ্রের ধন ! রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা—তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার
করিবে বিচার ! মহারাজ, বলো তুমি—
গোবিন্দ। বৎসে, আমি বাক্যহীন,—এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে ?
অপর্ণা। এই যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত ? ওরে বাছনি আমার !
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিলো কত,
চেয়েছিলো চারিদিকে ব্যাকুল নয়নে
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হ'তে ছুটিয়া এলো না ?
জয়সিংহ। (প্রতিমার প্রতি)
আজন্ম পূজিনু তোরে তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারিনে ! করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের,—দয়া নাই বিশ্বজননীর !
অপর্ণা। (জয়সিংহের প্রতি)
তুমি তো নিষ্ঠুর নহ—আঁখি-প্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে ! তবে এসো তুমি,

এ মন্দির ছেড়ে এসো ! তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী ক'রেছি তোমায় !

জয়সিংহ। (প্রতিমার প্রতি)
তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সঙ্গীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরিনন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে ! ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি !
—হে শোভনে, কোথা যাবো এ মন্দির ছেড়ে !
কোথায় আশ্রয় আছে ?

গোবিন্দ। (জনান্তিক হইতে) যেথা আছে প্রেম। (প্রস্থান)

জয়সিংহ। কোথা আছে প্রেম !—অয়ি ভদ্রে, এসো তুমি
আমার কুটীরে। অতিথিরে দেবীরূপে
আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ !

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

সভাসদ্‌গণ

রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

সকলে। (উঠিয়া) জয় হোক্ মহারাজ !

রঘু। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে !

গোবিন্দ। মন্দিরেতে জীব-বলি এ বৎসর হ'তে
হইল নিষেধ।

নয়ন। বলি নিষেধ!

মন্ত্রী। নিষেধ!

নক্ষত্র। তাইতো! বলি নিষেধ!

রঘু। এ কি স্বপ্নে শুনি?

গোবিন্দ। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ! বালিকার মূর্ত্তি ধ'রে
স্বয়ং জননী মোরে ব'লে গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার!

রঘু। এতদিন
সহিল কী ক'রে? সহস্র বৎসর ধ'রে
রক্ত ক'রেছেন পান, আজি এ অরুচি?

গোবিন্দ। করেননি পান! মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘু। মহারাজ, কী করিছ ভালো ক'রে ভেবে
দেখো! শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দ। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘু। একে ভ্রান্তি, তাহে অহঙ্কার! অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্র। তাই তো কী বলো মন্ত্রী,
এ বড়ো আশ্চর্য্য! ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দ। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।

সেই তো বধিরতম যে-জন সে-বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘু। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!

গোবিন্দ। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে! প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তা'রে দিব নির্ব্বাসন দণ্ড!

রঘু। এই কি হইল স্থির?

গোবিন্দ। স্থির এই!

রঘু। (উঠিয়া) তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!

চাঁদ। (ছুটিয়া আসিয়া) হাঁ হাঁ! থামো! থামো!

গোবিন্দ। ব'সো চাঁদপাল! ঠাকুর বলিয়া যাও!
মনোব্যথা লঘু ক'রে যাও নিজ কাজে!

রঘু। তুমি কি ভেবেছো মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর 'পরে
তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর
বলি? হেন সাধ্য নাই তব! আমি আছি
মায়ের সেবক!

(প্রস্থান)

নয়ন। ক্ষমা করো অধীনের
স্পর্দ্ধা মহারাজ! কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—

চাঁদ। শান্ত হও সেনাপতি!

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে ক'রেছো কি স্থির ?
আজ্ঞা আর ফিরিবে না ?

গোবিন্দ। আর নহে মন্ত্রী ;
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ !

মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়ু হবে ?
কত শত বর্ষ ধ'রে যে প্রাচীন-প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হ'য়ে এলো
সে কি পাপ হ'তে পারে ?
(রাজার নিরুত্তরে চিন্তা)

নক্ষত্র। তাইতো হে মন্ত্রী,
সে কি পাপ হ'তে পারে ?

মন্ত্রী। পিতামহগণ
এসেছে পালন ক'রে যত্নে ভক্তিভরে
সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান
তা'র অপমানে !

(রাজার চিন্তা)

নয়ন। ভেবে দেখো মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শত সহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কী আছে অধিকার !

গোবিন্দ। (সনিশ্বাসে) থাক্ তর্ক !
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার করো গিয়ে
আজ হ'তে বন্ধ বলিদান।

(প্রস্থান)

মন্ত্রী। এ কী হ'লো!

নক্ষত্র। তাইতো হে মন্ত্রী, এ কী হ'লো! শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু!
কী বলো হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ?

চাঁদ। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

জয়সিংহ

জয়। মাগো, শুধু তুই আর আমি! এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই। সারা দীর্ঘ
দিন! মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন!
তোর কাছে থেকে তবু একা মনে হয়!

(নেপথ্যে গান)

আমি একলা চলেছি এ ভবে—
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে?

জয়। মাগো, এ কী মায়া! দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের প্রাণ। এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্ব্বাক্ নিশ্চল—উঠিলে জীবন্ত হ'য়ে,
সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী!

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে ?
ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন, একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে !

জয়। কেবলি একেলা ! দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হ'য়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশদিক জেগে উঠে যদি
দশটি সন্দেহ সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ ? জানো কি একেলা কারে
বলে ?

অপর্ণা। জানি। যবে ব'সে আছি ভরা মনে
দিতে চাই নিতে কেহ নাই !

জয়। সৃজনের
আগে দেবতা যেমন একা ! তাই বটে !
তাই বটে ! মনে হয় এ জীবন বড়ো
বেশি আছে,—যত বড়ো তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন !

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা ! তাই দেখিয়াছি কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি ! যে তোমার সব
নিতে পারে, তা'রে তুমি খুঁজিতেছ যেন !

ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে !
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি—কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষা-তরে,—দূর হ'তে
দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে ;
এত দয়া পাইনে কোথাও—যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে !
যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে, ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হ'তে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে—দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসি তা'র
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।

জয়। ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব।

অপর্ণা আমি তবে স'রে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড়ো ভয় করি।
কী কঠিন তীব্রদৃষ্টি ! কঠিন ললাট
পাষাণ সোপান যেন দেবীমন্দিরের।

অপর্ণার প্রস্থান)

জয়। কঠিন ? কঠিন বটে ! বিধাতার মতো
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর।

রঘুপতির প্রবেশ

জয়। (পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া)
গুরুদেব!

রঘু। যাও, যাও!

জয়। আনিয়াছি জল।

রঘু। থাক্, রেখে দাও জল!

জয়। বসন!

রঘু। কে চাহে
বসন!

জয়। অপরাধ ক'রেছি কি?

রঘু। আবার!
কে নিয়েছে অপরাধ তব?
ঘোর কলি।
এসেছে ঘনায়ে! বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী 'পরে! হায়, হায়,
কলির দেবতা তোমরাও চাটুকর
সভাসদ্সম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা
বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারি-হস্ত আছ
জোড় করি'! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ? গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?
দেবতা না যদি থাকে ব্রাহ্মণ র'য়েছে।

ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দণ্ড সিংহাসন
হবিকাষ্ঠ হবে!
(জয়সিংহের নিকট গিয়া সস্নেহে) বৎস, আজ করিয়াছি
রুক্ষ আচরণ তোমা-’পরে, চিত্ত বড়ো
ক্ষুব্ধ মোর!

জয়। কী হয়েছে প্রভু?

রঘু। কী হ’য়েছে?
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে!
এই মুখে কেমনে বলিব কী হয়েছে?

জয়। কে ক’রেছে অপমান?

রঘু। গোবিন্দমাণিক্য।

জয়। গোবিন্দমাণিক্য? প্রভু, কারে অপমান?

রঘু। কারে! তুমি, আমি, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বদেশ,
সর্ব্বকাল, সর্ব্বদেশকালঅধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি’। মা’র পূজা-বলি
নিষেধিল স্পর্দ্ধাভরে।

জয়। গোবিন্দমাণিক্য!

রঘু। হাঁগো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য!
তোমার সকল শ্রেষ্ঠ—তোমার প্রাণের
অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হ’তে,
আমা চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য?

জয়। প্রভু, পিতৃকোলে বসি’

আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্রপানে—দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য !
কিন্তু এ কী বকিতেছি ? কী কথা শুনিনু ?
মায়ের পূজার বলি নিষেধ ক'রেছে
রাজা ? এ আদেশ কে মানিবে ?

রঘু। না মানিলে
নির্ব্বাসন।

জয়। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হ'তে
নির্ব্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি র'বে জননীর পূজা !

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

গুণবতী, পরিচারিকা

গুণ। কী বলিস ? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রাণীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে ?
এক দেহে কত মুণ্ড আছে তা'র ? কে সে
দুরদৃষ্ট ?

পরি। বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণ। বলিতে সাহস নাহি ? এ কথা বলিলি
কী সাহসে ? আমা-চেয়ে কারে তোর ভয় ?

পরি। ক্ষমা করো !

গুণ। কাল সন্ধ্যেবেলা ছিনু রাণী ;

কাল সন্ধ্যেবেলা বন্দিগণ ক'রে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ ক'রে গেছে আশীর্ব্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা ল'য়ে গেছে,
এক রাত্রে উলটিল সকল নিয়ম?
দেবী পাইল না পূজা, রাণীর মহিমা
অবনত? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল?
ত্বরা ক'রে ডেকে আনো ব্রাহ্মণ ঠাকুরে!

(পরিচারিকার প্রস্থান)

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গুণ। মহারাজ, শুনিতেছি মার দ্বার হ'তে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।

গোবিন্দ। জানি তাহা!

গুণ। জানো তুমি? নিষেধ করোনি
তবু? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান!

গোবিন্দ। তা'রে ক্ষমা করো প্রিয়ে!

গুণ। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ তো দয়া নয়,
এ শুধু কাপুরুষতা! দয়ায় দুর্ব্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পারো
যদি, আমি দণ্ড দিব। বলো মোরে কে সে
অপরাধী!

গোবিন্দ। দেবি, আমি! অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ!

গুণ। কী বলিছ মহারাজ!

গোবিন্দ। আজ
হ'তে দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হ'য়েছে নিষেধ।

গুণ। কাহার নিষেধ?

গোবিন্দ। জননীর।

গুণ। কে শুনেছে?

গোবিন্দ। আমি।

গুণ। তুমি? মহারাজ, শুনে হাসি আসে!
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন!

গোবিন্দ। হেসো না মহিষী!
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে!

গুণ। কথা রেখে দাও মহারাজ। মন্দিরের
বাহিরে তোমার রাজ্য, যেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো!

গোবিন্দ। মা'র
আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে!

গুণ। কেমনে জানিলে?

গোবিন্দ। ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
অন্ধকার; সব পারে, আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া, স্বর্গ

হ'তে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

গুণ। শুনিয়াছি আপনার পাপপুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাকো আপনার
অসংশয় নিয়ে—আমার দুয়ার ছাড়ো,
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে!

গোবিন্দ। দেবী, জননীর
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।

গুণ। আমিও পারি না!
মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেই মতো
যথাশাস্ত্র যথাবিধি পূজিব তাঁহারে,
যাও তুমি যাও!

গোবিন্দ। যে আদেশ মহারাণী।

(প্রস্থান)

রঘুপতির প্রবেশ

গুণ। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হ'তে।

রঘু। মহারাণী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার! উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে! কিন্তু
এই বড়ো সর্ব্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে

গেছে! এই বড়ো সর্ব্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হ'য়ে করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি'—জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া!

গুণ। কী হবে ঠাকুর?

রঘু। জানেন্ তা' মহামায়া!
এই শুধু জানি—যে-সিংহাসনের ছায়া
প'ড়েছে মায়ের দ্বারে—ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম!
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
ঊর্দ্ধপানে তুলিয়াছে যে-রাজমহিমা
অভ্রভেদী ক'রে, মুহূর্ত্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ বজ্রদীর্ণ দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।

গুণ। রক্ষা করো, রক্ষা করো প্রভু!

রঘু। হা, হা, আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গেমর্ত্ত্যে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রাণী! দেব ব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্, শতবার! ধিক্ লক্ষ বার!
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্! ব্রহ্মশাপ কোথা!
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিক সম আপনি দংশিছে!
মিথ্যা ব্রহ্ম আড়ম্বর! (পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত)

গুণ। কী করো কী করো

দেব। রাখো, রাখো, দয়া করো নির্দ্দোষীরে!

রঘু। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার।

গুণ। দিব!

যাও প্রভু, পূজা করো মন্দিরেতে গিয়ে,

হবে নাকো পূজার ব্যাঘাত।

রঘু। যে আদেশ

রাজ-অধীশ্বরী! দেবতা কৃতার্থ হ'লো

তোমারি আদেশবলে, ফিরে পেলো পুন

ব্রাহ্মণ আপন তেজ! ধন্য তোমরাই,

যত দিন নাহি জাগে কল্কি-অবতার! (প্রস্থান)

গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃপ্রবেশ

গোবিন্দ। অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে

সব আলো সব সুখ লুপ্ত ক'রে রাখে।

উন্মনা উৎসুক চিত্তে ফিরে ফিরে আসি!

গুণ। যাও, যাও, এসোনা এ গৃহে! অভিশাপ

আনিয়ো না হেথা!

গোবিন্দ। প্রিয়তমে! প্রেমে করে

অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ

দূর! সতীর হৃদয় হ'তে প্রেম গেলে

পতিগৃহে লাগে অভিশাপ! যাই তবে

দেবী।

গুণ। যাও! ফিরে আর দেখায়োনা মুখ!

গোবিন্দ। স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব। (প্রস্থানোন্মুখ)

গুণ। (পায়ে পড়িয়া) ক্ষমা করো, ক্ষমা করো নাথ ! এতই কি
হ'য়েছো নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে চ'লে যাবে ? জানোনা কি প্রিয়তম,
ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া
ছদ্মবেশ ? ভালো, আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান—ক্ষমা করো !

গোবিন্দ। প্রিয়তমে, তোমা-'পরে টুটিলে বিশ্বাস
সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ ! জানি
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য্য !

গুণ। মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্ব্বলোক—ভুলে যাবে
দুদণ্ডের দুঃস্বপন ! সেই আজ্ঞা করো !
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক্ নিজ অধিকার,
দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক্
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত্ত্য অধিকার মাঝে !

গোবিন্দ। ধর্ম্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার !
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা ! দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরি আছে অধিকার।

গুণ। ভিক্ষা ! ভিক্ষা চাই ! একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমার প্রভু ! চিরাগত প্রথা

চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণসম,
নহে তা রাজার ধন,—তাও জোড়করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে
মহিষী তোমার! প্রেমের দোহাই মানো
প্রিয়তম! বিধাতাও করিবেন ক্ষমা
প্রেম-আকর্ষণবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটি।

গোবিন্দ। এই কি উচিত মহারাণী? নীচ স্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা,
সহস্র শত্রুর সাথে একা যুদ্ধ করি'
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হ'তে
অমৃত করিতে পান; সেথাও কি নাই
দয়া-সুধা? গৃহমাঝে পুণ্য প্রেম বহে,
তারো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা? এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়াছে খুলিয়া!
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রূর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ! এ শোণিতে
তবু করিব না রোধ?

গুণ। (মুখ ঢাকিয়া) যাও—যাও তুমি!

গোবিন্দ। হায় মহারাণী, কর্ত্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ! (প্রস্থান)

গুণ। (কাঁদিয়া উঠিয়া) ওরে অভাগিনী
এত দিন এ কী ভ্রান্তি পুষেছিলি মনে।
ছিল না সংশয়মাত্র ব্যর্থ হবে আজ

এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান! ধিক্, কী সোহাগে পুত্রহীনা
পতিরে জানায় অভিমান? ছাই হোক্
অভিমান তোর। ছাই এ কপাল! ছাই
মহিষী-গরব! আর নহে প্রেমখেলা,
সোহাগক্রন্দন! বুঝিয়াছি আপনার
স্থান—হয় ধূলিতলে নতশির—নয়
ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে!

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

একদল লোকের প্রবেশ

নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিন শো পাঠা, একশোএক মোষ! একটা টিক্‌টিকির ছেঁড়া নেজটুকু পর্য্যন্ত দেখ্‌বার জো নেই! বাজ্‌নাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ হাঁ ক'র্‌চে! খরচপত্র ক'রে পূজো দেখ্‌তে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হ'য়েচে।

গণেশ। দেখ্ মন্দিরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অমন ক'রে বলিস্‌নে! মা পাঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের একএকটাকে ধ'রে ধ'রে মুখে পূরবে!

হারু। কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর সেই ও-বছর, যখন ব্রত সাঙ্গ ক'রে রাণীমা পূজো দিয়েছিলো, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিলো? তখন একবার দেখে যেতে পারোনি?

রক্তে যে গোমতী রাঙা হ'য়ে গিয়েছিলো ? আর অলুক্ষুণে বেটারা এসেচিস্, আর মায়ের খোরাক্ পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেল। তোদের একটাকে ধ'রে মার কাছে নিবেদন ক'রে দিলে মনের খেদ মেটে।

কানু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস্! আমাদের কি আর বল্‌বার মুখ আছে ? তাহ'লে কি আর দাঁড়িয়ে ও কথা শুনি !

হারু। তা যা বলিস্ ভাই, অল্পেতেই আমার রাগ হয় সে সত্যি ! সেদিন ও-ব্যক্তি শালা পর্য্যন্ত উঠেছিলো তা'র বেশি যদি একটা কথা ব'ল্‌তো, কিম্বা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি ব'ল্‌চি, তাহ'লে আমি—

নেপাল। তা চল্ না দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু। তা আয় না ! জানিস্, এখানকার দফাদার আমার মামাতো-ভাই হয় !

নেপাল। তা নিয়ে আয়—তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ ক'রে দিই !

হারু। তোমরা সকলেই শুন্‌লে !

গণেশ, কানু। আর দূর কর্ ভাই, ঘরে চল্ ! আজ আর কিছুতে গা লাগ্‌চে না। এখন তোদের তামাসা তুলে রাখ্।

হারু। এ কি তামাসা হ'লো ? আমার মামাকে নিয়ে তামাসা ! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ, কানু। আর রেখে দে ! তোর আপনার বাবা নিয়ে তুই আপনি মর্ !

(প্রস্থান)

রঘুপতি, নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘু। মা'র 'পরে ভক্তি নাই তব ?
নয়ন। হেন কথা
কার সাধ্য বলে ? ভক্তবংশে জন্ম মোর !
রঘু। সাধু, সাধু ! তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরি লোক।
নয়ন। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা
আমি তাঁহাদেরি দাস !
রঘু। সাধু ! ভক্তি তব
হউক অক্ষয় ! ভক্তি তব বাহুমাঝে
করুক্ সঞ্চার অতি দুর্জ্জয় শকতি !
ভক্তি তব তরবারী করুক্ শাণিত,
বজ্রসম দিক্ তাহে তেজ ! ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক্ বসতি, পদমান
সকলের উচ্চে।
নয়ন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।
রঘু। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল করো একত্রিত
মা'র কাজে ! নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে !
নয়ন। যে আদেশ প্রভু ! কে আছে মায়ের শত্রু ?
রঘু। গোবিন্দমাণিক্য।
নয়ন। আমাদের মহারাজ ?

রঘু। ল'য়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো
তা'রে!

নয়ন। ধিক্ পাপ-পরামর্শ! প্রভু, এ কি
পরীক্ষা আমারে?

রঘু। পরীক্ষাই বটে! কার
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তা'র।
ছাড়ো চিন্তা, ছাড়ো দ্বিধা, কাল নাহি আর,
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হ'তেছে ধ্বনিত
প্রলয়ের শৃঙ্গসম—ছিন্ন হ'য়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।

নয়ন। নাই চিন্তা, নাই
কোনো দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে র'য়েছি অটল।

রঘু। সাধু!

নয়ন। এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে,
মোর 'পরে হেন আজ্ঞা কেন? আমি হবো
বিশ্বাসঘাতক? আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা—হৃদয়ের বিশ্বাসের 'পরে,
সেই তাঁর অটল আসন, আপনি তা'
ভাঙিতে বলিবে, দেবী, আপনার মুখে?
তাহা হ'লে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী,
মনুষ্যত্ব ভেঙে প'ড়ে যাবে, জীর্ণভিত্তি
অট্টালিকা সম!

জয়। ধন্য, সেনাপতি ধন্য!

রঘু। ধন্য বটে তুমি! কিন্তু এ কী ভ্রান্তি তব?
যে-রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তা'র সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়?

নয়ন। কী হইবে মিছে তর্কে? বুদ্ধির বিপাকে
চাহিনা পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে—সেই পথ বিশ্বাসের পথ! সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চ'লে যাবে
অবোধ অধমভৃত্য এ নয়ন রায়! (প্রস্থান)

জয়। চিন্তা কেন দেব? এমনি বিশ্বাস-বলে
মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু?
সৈন্য-বলে কোন্ কাজ? অস্ত্র কোন্ ছার!
যার 'পরে র'য়েছে যে ভার—বল তা'র
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা!
চলো প্রভু,—বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসিগণে। মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই!—ওরে আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে—নির্ভয়ে আয়রে
তোরা মায়ের সন্তান আয় পুরবাসি!

(প্রস্থান)

পুরবাসিগণের প্রবেশ

অক্রূর। ওরে আয়রে আয়!

সকলে। জয় মা!

হারু। আয়রে মায়ের সাম্‌নে বাহু তুলে নৃত্য করি।

ভৈরো—একতালা

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশদিক্ আঁধার ক'রে মাতিল দিগ্‌বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকালো তরাসে!
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।

সকলে। জয় মা!

গণেশ। আর ভয় নেই!

কানু। ওরে সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায়!

গণেশ। মায়ের ঐশ্বর্য্য বেটাদের সইলো না। তা'রা ভেগেছে!

হারু। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য্য নয়, আমি তাদের এমনি শাসিয়ে দিয়েচি, তা'রা আর এ-মুখো হবে না। বুঝলে অক্রূর দা, আমার মামাতো-ভাই দফাদারের নাম করবামাত্র তাদের মুখ চূণ হ'য়ে গেল।

অক্রূর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিলো। ওই যার সেই ছুঁচপানা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিলো; আমাদের নিতাই ব'ল্‌লে,"ওরে তোরা দক্ষিণ-দেশে থাকিস্, তোরা উত্তরের কী জানিস্? উত্তর দিতে এসেচিস্, উত্তরের জানিস্ কী?" শুনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পড়ি।

গণেশ। ইদিকে ঐ ভালোমানুষ কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁট্‌বার জো নেই।

হারু। নিতাই আমার পিসে হয়।

কানু। শোনো একবার কথা শোনো! নিতাই আবার তোর পিসে হ'লো কবে?

হারু। তোমরা আমার সকল কথাই ধ'র্‌তে আরম্ভ ক'রেচো। আচ্ছা, পিসে নয়তো পিসে নয়! তাতে তোমার স্থখটা কী হ'লো? আমার হ'লো না ব'লে কি তোমারি পিসে হ'লো?

রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘু। শুন্‌লেম সৈন্য আস্‌চে। জয়সিংহ, অস্ত্র নিয়ে তুমি এখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া! মন্দিরের দ্বার আগ্‌লাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্চি!

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর?

রঘু। মায়ের পূজো বন্ধ কর্‌বার জন্যে রাজার সৈন্য আস্‌চে।

হারু। সৈন্য আস্‌চে! প্রভু, তবে প্রণাম হই!

কানু। আমরা ক-জনা, সৈন্য এলে কী ক'র্‌তে পার্‌বো?

হারু। ক'র্‌তে সবই পারি—কিন্তু সৈন্য এলে এখানে জায়গা হবে কোথায়? লড়াই তো পরের কথা, এখানে দাঁড়াবো কোন্‌খানে?

অক্রূর। তোরা কথা রেখে দে! দেখ্‌চিস্‌ নে, প্রভু রাগে কাঁপ্‌চেন। তা ঠাকুর অনুমতি করেন তো আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু। সেই ভালো। অমনি আমার মামাতো-ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়।

(সকলের প্রস্থানোদ্যম)

রঘু। (সরোষে) দাঁড়া তোরা!

জয়। (করজোড়ে) যেতে দাও প্রভু—প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন—আগে হ'তে র'য়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে

সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ প'ড়ে!
ভীরুদের যেতে দাও!

রঘু। (স্বগত) সে-কাল গিয়েছে!
অস্ত্র চাই—অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়!
(প্রকাশ্যে) জয়সিংহ, তবে বলি আনো, করি পূজা।

(বাহিরে বাদ্যোদ্যম)

জয়। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রাণীর পূজা!

রাণীর অনুচর ও পুরবাসিগণের প্রবেশ

সকলে। ওরে ভয় নেই—সৈন্য কোথায়? মা'র পূজা আস্‌চে।

হারু। আমরা আছি খবর পেয়েচে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ দিকে আস্‌চে না।

কানু। ঠাকুর, রাণীমা পূজো পাঠিয়েচেন।

রঘু। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন করো।

(জয়সিংহের প্রস্থান)

(পুরবাসিগণের নৃত্য গীত)

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দ। চ'লে যাও হেথা হ'তে—নিয়ে যাও বলি!
রঘুপতি, শোনো নাই আদেশ আমার?

রঘু। শুনি নাই।

গোবিন্দ। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।

রঘু। নহি আমি। আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খ'সে যায় রাজহস্ত হ'তে,

মুকুট ধুলায় পড়ে লুটে ! কে আছিস,
আন্ মা'র পূজা ।

(বাদ্যোদ্যম)

গোবিন্দ । চুপ কর্ ! (অনুচরের প্রতি) কোথা আছে
সেনাপতি, ডেকে আনো ! হায় রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম্ম ! লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল,
বাহুবল দুর্ব্বলতা করায় স্মরণ ।

রঘু । অবিশ্বাসী, সত্যই কি হ'য়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে—তাই এত
দুঃসাহস ? যায় নাই ! যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে ! নতুবা এ মনানলে
ছাই ক'রে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব্ব, সমস্ত তেত্রিশকোটি মিথ্যা ।
আজ নহে মহারাজ রাজ অধিরাজ
এই দিন মনে ক'রো আর একদিন ।

নয়ন রায় ও চাঁদপালের প্রবেশ

গোবিন্দ । (নয়নের প্রতি) সৈন্য ল'য়ে থাকো হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি ।

নয়ন । ক্ষমা করো অধম কিঙ্করে ।
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতা মন্দিরে ।
যতদূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই !

চাঁদ। থামো সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজ-ইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাবো মোরা।

গোবিন্দ। সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে! ধর্ম্মাধর্ম্ম
লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য্য শুধু
তব হাতে।

নয়ন। এ-কথা হৃদয় নাহি মানে।
মহারাজ ভৃত্য বটে, তবুও মানুষ
আমি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম্ম, আছে প্রভু,
আছেন দেবতা!

গোবিন্দ। তবে ফেলো অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হ'লে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
ল'য়ে মন্দির করিবে রক্ষা!

চাঁদ। যে আদেশ
মহারাজ!

গোবিন্দ। নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও
চাঁদপালে!

নয়ন। চাঁদপালে? কেন মহারাজ?
এ অস্ত্র, তোমার পূর্ব্ব রাজপিতামহ
দিয়েছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে
নিতে চাও যদি, তুমি লও। স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাকো

এত দিন যে-রাজবিশ্বাস পালিয়াছি
বহু যত্নে সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।

চাঁদ। কথা আছে ভাই!

নয়ন। ধিক্!
চুপ করো! মহারাজ বিদায় হলেম!

(প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে! দেবতার
কার্য্যভার তুচ্ছ মানবের 'পরে, হায়
কী কঠিন!

রঘু। এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়—
ভেঙে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়। আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দ। বলি কার তরে?

জয়। মহারাজ, তুমি হেথা!
তবে শোনো নিবেদন—একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্ব্বিত আদেশ! মানব হইয়া
দাঁড়ায়োনা দেবীরে আচ্ছন্ন করি—'

রঘু। ধিক্!
জয়সিংহ, ওঠো, ওঠো! চরণে পতিত

কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তা'র একমাত্র স্থান!
মূঢ়, ফিরে দেখ্—গুরুর চরণ ধ'রে
ক্ষমা ভিক্ষা কর্! রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা,—করাল কালিকা,
এত কি হ'য়েছে তোর অধঃপাত? থাক্
পূজা, থাক্ বলি,—দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে! চ'লে এসো জয়সিংহ।

(উভয়ের প্রস্থান)

গোবিন্দ। এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তা'রাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তা'রা!
হরণ করিয়া ল'য়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে এত অহঙ্কার!

প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি, জয়সিংহ, নক্ষত্ররায়

নক্ষত্র। কী জন্য ডেকেছো গুরুদেব ?

রঘু। কাল রাত্রে

স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্র। আমি হবো রাজা ! হা, হা ! বলো কী ঠাকুর !

রাজা হবো ? এ-কথা নূতন শোনা গেল !

রঘু। তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্র। বিশ্বাস না হয় মোর।

রঘু। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটীকা পাবে

তুমি, নাহিকো সন্দেহ।

নক্ষত্র। নাহিকো সন্দেহ !

কিন্তু যদি নাই পাই !

রঘু। আমার কথায়

অবিশ্বাস ?

নক্ষত্র। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,

কিন্তু দৈবাতের কথা যদি নাই হয় !

রঘু। অন্যথা হবে না কভু।

নক্ষত্র। অন্যথা হবে না ?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে !
রাজা হ'য়ে মন্ত্রীটারে দেবো দূর ক'রে,
সর্ব্বদাই দৃষ্টি তা'র র'য়েছে পড়িয়া
আমা 'পরে, যেন সে বাপের পিতামহ !
বড়ো ভয় করি তা'রে—বুঝেছো ঠাকুর,
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘু। মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

নক্ষত্র। আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু হে ঠাকুর, সবি যদি
জানো তুমি, বলো দেখি কবে রাজা হবো !

রঘু। রাজরক্ত চান্ দেবী।

নক্ষত্র। রাজরক্ত চান্ !

রঘু। রাজরক্ত আগে আনো পরে রাজা হবে।

নক্ষত্র। পাবো কোথা !

রঘু। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য
তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্র। তাঁরি রক্ত চাই !

রঘু। স্থির
হ'য়ে থাকো, জয়সিংহ, হ'য়োনা চঞ্চল !
—বুঝেছো কি ? শোনো তবে,—গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।
জয়সিংহ, স্থির যদি

না থাকিতে পারো, চ'লে যাও অন্য ঠাঁই!
—বুঝেছো নক্ষত্ররায়, দেবীর আদেশ
রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষ-রাত্রে!
তোমরা র'য়েছো দুই রাজভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়—তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হ'য়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্র। সর্ব্বনাশ! হে ঠাকুর, কাজ কী রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো!

রঘু। মুক্তি নাই! মুক্তি নাই
কিছুতেই। রাজরক্ত আনিতেই হবে!

নক্ষত্র। ব'লে দাও, হে ঠাকুর, কী করিতে হবে!

রঘু। প্রস্তুত হইয়া থাকো। যখন যা বলি
অবিলম্বে করিবে সাধন; কার্য্যসিদ্ধি
যত দিন নাহি হয়, বন্ধ রেখো মুখ!
এখন বিদায় হও।

নক্ষত্র। হে মা কাত্যায়নী!

(প্রস্থান)

জয়। এ কী শুনিলাম! দয়াময়ী, এ কী
কথা! তোর আজ্ঞা? ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা?
বিশ্বের জননী! গুরুদেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃ-আজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!

রঘু। আর
কী উপায় আছে বলো!

জয়। উপায়! কিসের
উপায় প্রভু! হা ধিক্! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডী? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী? এ কী পাপ!

রঘু। পাপপুণ্য
তুমি কী-বা জানো।

জয়। শিখেছি তোমারি কাছে।

রঘু। তবে এসো বৎস, আর এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর। কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ?
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জানোনা কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির-আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট;
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর জলে, নির্ম্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে,

চ'লেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে—ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে নাহি পারে!
মহাকালী কালস্বরূপিণী, র'য়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি',—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে প'ড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হ'তে
রসের মতন অনন্ত খর্পরে তাঁর—

জয়। থামো, থামো, থামো! মায়াবিনী, পিশাচিনী,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস্ তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধ'রে রক্তপান-লোভে?
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধ শাবকেরা
মা মনে করিয়া তা'রে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে,
তেমনি কি তোর ব্যবসায়? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে
কেন মেঘ হ'তে ঝরে আশীর্ব্বাদ সম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ 'পরে,
গ'লে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে, কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া?
ছলনা ক'রেছো মোরে প্রভু! দেখিতেছ

মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কি না! আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ঐ দেখো হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাসবশে! বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত-পিয়াসিনী! নিবি মা আমার রক্ত—
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে,
দিব ছুরি বুকে? এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত
বড়ো কি লাগিবে ভালো? ওরে মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব? ছলনা বুঝেছি আমি তব!
ভক্তহিয়াবিদারিত এই রক্ত চাও!
দিয়াছিলে এই যে বেদনা, তারি 'পরে
জননীর স্নেহ-হস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শতগুণ। কিন্তু রাজরক্ত!
ছি ছি, ভক্তিপিপাসিতা মাতা তাঁরে বলো
রক্তপিপাসিনী!

রঘু। বন্ধ হোক্ বলিদান
তবে!

জয়। হোক্ বন্ধ! না, না, গুরুদেব, তুমি
জানো ভালোমন্দ! সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হ'তে
আসে। প্রভু, ক্ষমা করো—ক্ষমা করো দাসে!
ক্ষমা করো স্পর্দ্ধা মূঢ়তার! ক্ষমা করো

নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ ?
বলো প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান্‌
মহাদেবী ?

রঘু। হায় বৎস, হায় ! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি ?

জয়। অবিশ্বাস ? কভু
নহে ! তোমারে ছাড়িলে বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায় ? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মতো, শূন্য হ'তে শূন্য পাবে
লোপ ! রাজরক্ত চায় তব মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা !

রঘু। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জ্জন !

রঘু। সত্য ক'রে বলি বৎস তবে। তোরে আমি
ভালোবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হ'তে তোরে মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।

জয়। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না স্নেহের উপরে।

রঘু। ভালো ভালো
সে কথা হইবে পরে—কল্য হবে স্থির।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

অপর্ণা

(গান)

ওগো পুরবাসী !
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ ! কেহ নাই
এ মন্দিরে ! তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হেথা
অচল মূরতি—কোনো কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সার-ধন যত !
আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ !
তাহে তোর কোন প্রয়োজন ? কেন তা'রে
কৃপণের ধন-সম রেখে দিস্ পুঁতে
মন্দিরের তলে—দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব্ব ব্যবহার হ'তে করিয়া গোপন।
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা তরে।—প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চির রাত্রি দিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত। ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ ব'সে ?

গান

ওগো পুরবাসী
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘু। কে রে তুই এ মন্দিরে?

অপর্ণা। আমি ভিখারিণী।
জয়সিংহ কোথা!

রঘু। দূর হ এখান হ'তে
মায়াবিনী। জয়সিংহে চাহিস্ কাড়িতে
দেবীর নিকট হ'তে ওরে উপদেবী!

অপর্ণা। আমা হ'তে দেবীর কী ভয়? আমি ভয়
করি তা'রে, পাছে মোর সব করে গ্রাস!

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

চাহি না অনেক ধন রবো না অধিকক্ষণ,
যেথা হ'তে আসিয়াছি সেথা যাবো ভাসি'!
তোমরা আনন্দে র'বে নব নব উৎসবে
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি!

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরের সম্মুখ-পথ

জয়সিংহ

জয়। দূর হোক্ চিন্তাজাল! দ্বিধা দূর হোক্!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য্য ভালো, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক্! কার্য্যের তো
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা;—
ধরে সে সহস্র মূর্ত্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন,—চারিদিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হ'য়ে
যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে। তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা!—সেই সত্য, সেই সত্য।
পাপ পুণ্য নাই, সেই সত্য। থাক্ চিন্তা,
থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচার বিবেক।

কোথা যাও ভাই সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে,—কুকী রমণীর নৃত্য হবে?
আমিও যেতেছি।—এ ধরায় কত সুখ
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল,—মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারিদিকে, তটপ্লাবী

তরঙ্গিণী সম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারিদিক হ'তে—উঠে গীত গান,
বহে হাস্য পরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মূরতি ধরে।—আমিও চলিনু।

(গান)

বাউলের সুর

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যারে।
তোরা কোন্ রূপের হাটে, চ'লেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে।
তোদের ঐ হাসি খুসি দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে।
আমার এই বাঁধা টুটে' নিয়ে যা লুটেপুটে,
প'ড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে॥
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে।
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা,
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাক্‌তে পারে॥
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিন্‌তে পারি দেখে তা'রে॥

দূরে অপর্ণার প্রবেশ

ওকিও অপর্ণা! দূরে দাঁড়াইয়া কেন!
শুনিতেছ অবাক্ হইয়া, জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান।

ওই দেখো পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোটো কথা নিয়ে
এতই কৌতুক হাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।
সত্য যদি হ'তো, তবে হ'তো কি এমন ?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা ?
তাহা হ'লে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে,
মূক হ'য়ে রহিত অনন্তকাল ধরি'।
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়—
ফেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হ'তো তা'র।
মিথ্যা ব'লে তাই এত হাসি ; শ্মশানের
কোলে ব'সে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসা ব্যাঘ্রিণীর খর নখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্ম্মকাজ।
সত্য হ'লে এমন কি হ'তো ? হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই—তাই জেনে
সুখী হও—বিষন্ন বিস্ময়ে মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন র'য়েছিস্ চেয়ে। আয় সখি,
চিরদিন চ'লে যাই দুই জনে মিলে
সংসারের 'পর দিয়ে—শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড সম !

রঘুপতির প্রবেশ

রঘু। জয়সিংহ !

জয়। তোমারে চিনিনে আমি। আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,
পথের সহস্র লোক যেমন চ'লেছে!
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি
চ'লে যাও—আমি চ'লে যাই!

রঘু। জয়সিংহ!

জয়। ওইতো সম্মুখে পথ চ'লেছে সরল—
চ'লে যাবো ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে ল'য়ে
ভিখারিণী সখী মোর।—কে বলিল এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল!
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে;
আচার বিচার তর্ক-বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে;
দু-চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু-চারিটা ভুল-ভ্রান্তি ভয় দুঃখ সুখ
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্ব্বলতা বশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে গভীর বিশ্রাম।
এইতো সংসার। কী কাজ শাস্ত্রের বিধি,
কী কাজ গুরুতে!
—প্রভু, পিতা, গুরুদেব,
কী বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ!
এই সে মন্দির—ওই সেই মহাবট

দাঁড়ায়ে র'য়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মতো! কী আদেশ, দেব?
ভুলি নাই কী করিতে হবে। এই দেখো,

(ছুরি দেখাইয়া)

তোমার আদেশ-স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হ'তেছে শাণিত। আরো কি আদেশ আছে
প্রভু?

রঘু। দূর ক'রে দাও ওই বালিকারে
মন্দির হইতে। মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক! দূর ক'রে দাও ওরে!

জয়। দূর ক'রে দিব? দরিদ্র আমারি মতো
মন্দির-আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দোষ, নিষ্পাপ, শুভ্র, সুন্দর, সরল
সুকোমল, বেদনাকাতর, দূর ক'রে
দিতে হবে ওরে? তাই দিব, গুরুদেব।
চলে যা' অপর্ণা! দয়ামায়া স্নেহ প্রেম
সব মিছে। ম'রে যা' অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু! চ'লে যা' অপর্ণা!

অপর্ণা। তুমি চ'লে এসো জয়সিংহ এ মন্দির
ছেড়ে, দুইজনে চ'লে যাই!

জয়। দুইজনে
চ'লে যাই। এ তো স্বপ্ন নয়। একবার
স্বপ্নে মনে ক'রেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ!

তাই হেসেছিনু সুখে, গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে! ব'লো না সুখের কথা
আর—দেখায়ো না স্বাধীনতা প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে!

রঘু। জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের! দূর ক'রে
দাও ওই বালিকারে!

জয়। চ'লে যা অপর্ণা!

অপর্ণা। কেন যাবো?

জয়। এই নারী-অভিমান তোর?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়। তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়।
চ'লে যা অপর্ণা।

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব! আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।

(প্রস্থান)

রঘু। বৎস, তোলো মুখ, কথা কও একবার!
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো

চাস্ ? আমি আজন্মের বন্ধু, দু-দণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হ'য়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ !

জয়। থাক্ প্রভু, ব'লো না স্নেহের
কথা আর ! কর্ত্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ।
নিম্নে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম ! (প্রস্থান)

রঘু। জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে ! (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ

জনতা

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হ'লো না !

অক্রূর। এবারে আর লোক হবে কিরে ? এ তো আর হিঁদুর রাজত্ব রইলো না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হ'য়ে উঠ্‌লো ! ঠাকৃরুণের বলিই বন্ধ হ'য়ে গেল, তো মেলায় লোক আসবে কি !

কানু। ভাই, রাজার তো এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাকে পেয়েচে।

অক্রূর। যদি পেয়ে থাকে তো কোন্ মুসলমানের ভূতে পেয়েচে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন ?

গণেশ। কিন্তু যাই বলো, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।

কানু। পুরুত ঠাকুর তো স্বয়ং ব'লে দিয়েচেন তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু। তিন মাস কেন, যে-রকম দেখচি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখো না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধ'রে ব্যামোয় ভুগে ভুগে বরাবরই তো বেঁচে এসেচে, ঐ যেমন বলি বন্ধ হ'লো অমনি মারা গেল।

অক্রূর। না রে, সে তো আজ তিন মাস হ'লো ম'রেচে!

হারু। না হয় তিন মাসই হ'লো কিন্তু এই বছরেই তো ম'রেচে বটে!

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে ম'র্‌বে কে জান্‌তো! তিন দিনের জ্বর। ঐ যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অম্‌নি চোখ উল্‌টে গেল!

গণেশ। সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগ্‌লো, একখানি চালা বাকি রইলো না!

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কী! দেখো না কেন, এ বছর ধান যেমন শস্তা হ'য়েচে এমন আর কোনো বার হয়নি। এবার চাষার কপালে কী আছে কে জানে!

হারু। ঐ রে রাজা আস্‌চে! সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখলুম, দিন কেমন যাবে কে জানে! চল্ এখান থেকে স'রে পড়ি!

(সকলের প্রস্থান)

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাঁদ। মহারাজ, সাবধানে থেকো! চারিদিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,
তব প্রাণ-হত্যা তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দ। প্রাণহত্যা! কে করিবে?

চাঁদ। বলিতে সঙ্কোচ মানি। ভয় হয় পাছে
সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে!

গোবিন্দ। অসঙ্কোচে ব'লে যাও। রাজার হৃদয়
সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে ক'রেছে হেন পরামর্শ?

চাঁদ। যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।

গোবিন্দ। নক্ষত্র?

চাঁদ। স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে
গোপনে মন্দিরে ব'সে স্থির হ'য়ে গেছে
সব কথা।

গোবিন্দ। দুই দণ্ডে স্থির হ'য়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি!

চাঁদ। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—

গোবিন্দ। দেবতার কাছে! তবে আর নক্ষত্রের

নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে
মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই
যাও তুমি কাজে। সাবধানে রবো আমি।

(চাঁদপালের প্রস্থান)

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি, মহাদেবী,
ভক্তি শুধু, হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ জগতে দুর্ব্বলেরা বড়ো অসহায়
মা জননী, বাহুবল বড়োই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড়ো ক্রূর, লোভ বড়ো নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ, গর্ব্ব চ'লে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে!
হেথা স্নেহ প্রেম অতি ক্ষীণবৃন্তে থাকে
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও জননী যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার!
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্ব্বাসিত। আর নহে, আর নহে ছাড়ো
ছদ্মবেশ! এখনো কি হয়নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয়-রূপ তব?
এই যে উঠিছে খড়্গ চারিদিক হ'তে
মোর শির লক্ষ্য করি', মাতঃ একি তোরি
চারিভুজ হ'তে? তাই হবে! তবে তাই
হোক্! বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল

নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা! রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভায়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া!
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ
প্রকাশিবে রাক্ষসী আকার! এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক্!

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়। বল্ চণ্ডী, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্—বল্ নিজ মুখে, বল্
মানব-ভাষায়, বল্ শীঘ্র, সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?

(নেপথ্যে) চাই!

জয়। তবে মহারাজ,
নাম লহ ইষ্ট দেবতার। কাল তব
নিকটে এসেছে।

গোবিন্দ। কী হ'য়েছে জয়সিংহ?

জয়। শুনিলে না নিজ কর্ণে? দেবীরে শুধানু,
সত্যই কি রাজরক্ত চাই—দেবী নিজে
কহিলেন—'চাই'!

গোবিন্দ। দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হ'তে,
পরিচিত স্বর।

জয়। কহিলেন রঘুপতি?
অন্তরাল হ'তে? নহে নহে, আর নহে

কেবলি সংশয় হ'তে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারিনে আর! যখনি কূলের
কাছে আসি—কে মোরে ঠেলিয়া দেয়
অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাস দৈত্য।
আর নহে! গুরু হোক্, কিম্বা দেবী হোক্
একই কথা! (ছুরিকা উন্মোচন)
ফুল নে মা! নে মা। ফুল নে মা।
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক্ তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়! এও যে রক্তের মতো রাঙা, দুটি
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহবেদনার মতো।
নিতে হবে। এই তোর নিতে হবে। আমি
নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব।
রাঙা তোর আঁখি। তোল্ তোর খড়্গ! আন্
তোর শ্মশানের দল। আমি নাহি ডরি।

(জয়সিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

এ কী হ'লো হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জ্জন দিনু—বিশ্ব-মাঝে
কিছু রহিল না আর।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘু। সকল শুনেছি

আমি। সব পণ্ড হ'লো! কী করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ?

জয়। দণ্ড দাও প্রভু!

রঘু। সব ভেঙে
দিলি। ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্দ্ধপথ
হ'তে! লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ ক'রে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হ'তে বড়ো। আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমন ক'রে!

জয়। দণ্ড
দাও পিতা!

রঘু। কোন্ দণ্ড দিব?

জয়। প্রাণদণ্ড!

রঘু। নহে। তা'র চেয়ে গুরুদণ্ড চাই! স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ!

জয়। করিনু পরশ!

রঘু। বল্ তবে "আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ-রাত্রে দেবীর চরণে"।

জয়। আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ-রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘু। চ'লে যাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

জনতা—রঘুপতি—জয়সিংহ

রঘু। তোরা এখানে সব কী ক'র্‌তে এলি ?

সকলে। আমরা ঠাকরুণ দর্শন ক'রতে এসেচি।

রঘু। বটে! দর্শন ক'র্‌তে এসেচো? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে! ঠাক্‌রুণ কোথায়? ঠাক্‌রুণ এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেচেন! তোরা ঠাক্‌রুণকে রাখ্‌তে পার্‌লি কই? তিনি চ'লে গেচেন।

সকলে। কী সর্ব্বনাশ! সে কী কথা ঠাকুর! আমরা কী ক'রেচি!

নিস্তারিণী। আমার বোনপোর ব্যামো ছিল ব'লেই যা আমি ক-দিন পূজো দিতে আস্‌তে পারিনি!

গোবর্দ্ধন। আমার পাঁঠা দুটো ঠাক্‌রুণকেই দেবো ব'লে অনেক দিন থেকে মনে ক'রে রেখেছিলুম, এরি মধ্যে রাজা বলি বন্ধ ক'রে দিলে তো আমি কী ক'র্‌বো!

হারু। এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানত ক'রেছিলো তা মাকে দেয় নি বটে কিন্তু মাও তো তেম্‌নি তাকে শাস্তি দিয়েচেন। তা'র পিলে বেড়ে ঢাক্‌ হ'য়ে উঠেচে—আজ ছ-টি মাস বিছানায় প'ড়ে! তা'

বেশ হ'য়েচে, আমাদেরি যেন সে মহাজন তাই ব'লে কি মাকে ফাঁকি দিতে পারবে!

অক্রূর। চুপ কর্ তোরা! মিছে গোল্ করিস্‌নে! আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চ'লে গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হ'য়েছিলো?

রঘু। মা'র জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস্‌নে এই তো তোদের ভক্তি?

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কী ক'রবো!

রঘু। রাজা কে! মা'র সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কী ক'রে রক্ষা করে!

(সকলের সভয়ে গুন্‌গুন্ স্বরে কথা)

অক্রূর। চুপ কর্! সন্তান যদি অপরাধ ক'রে থাকে মা তাকে দণ্ড দিক্, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চ'লে যাবে এ কি মা'র মতো কাজ? ব'লে দাও কী ক'রলে মা ফিরবে!

রঘু। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ ক'রবে।

(নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন)

রঘু। তবে তোরা দেখ্‌বি? এইখানে আয়! অনেক দূর থেকে অনেক আশা ক'রে ঠাক্‌রুণকে দেখ্‌তে এসেচিস্, তবে একবার চেয়ে দেখ্।

(মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান)

সকলে। ও কি! মা'র মুখ কোন্ দিকে?

অক্রূর। ওরে, মা বিমুখ হ'য়েচেন।

সকলে। ওমা, ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! একবার ফিরে দাঁড়া! মা কোথায়! মা কোথায়! আমরা

তোকে ফিরিয়ে আন্‌বো মা! আমরা তোকে ছাড়বো না! চাইনে আমাদের রাজা! থাক্ রাজা! মরুক্ রাজা!

জয়। (রঘুপতির নিকটে আসিয়া) প্রভু, আমি কি একটি কথাও কবো না!

রঘু। না!

জয়। সন্দেহের কি কোনো কারণ নেই!

রঘু। না!

জয়। সমস্তই কি বিশ্বাস ক'রবো?

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। (পার্শ্বে আসিয়া) জয়সিংহ, এসো জয়সিংহ, শীঘ্র এসো
এ-মন্দির ছেড়ে!

জয়। বিদীর্ণ হইল বক্ষ!

(রঘুপতি, অপর্ণা, জয়সিংহের প্রস্থান)

রাজার প্রবেশ

প্রজাগণ। রক্ষা করো মহারাজ, আমাদের রক্ষা
করো—মাকে ফিরে দাও!

গোবিন্দ। বৎসগণ, করো
অবধান! সেই মোর প্রাণপণ সাধ
জননীরে ফিরে এনে দেবো।

প্রজা। জয় হোক্
মহারাজ, জয় হোক্ তব!

গোবিন্দ। একবার
শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে

নিস্নি জনম ? মাতৃগণ, তোমরা তো
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহসুধা ; বলো দেখি মা কি নেই ?
মাতৃস্নেহ সব হ'তে পবিত্র প্রাচীন ;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া ব'সে ছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে ল'য়ে ! আজিও সে
পুরাতন মাতৃস্নেহ র'য়েছে বসিয়া
ধৈর্য্যের প্রতিমা হ'য়ে ! সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর,—চোখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস—বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে ব'সে, দুর্ব্বলের
তরে কোল পাতি', একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ! আজ
কী এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চ'লে গেল
চিরমাতৃহীন ক'রে অনাথ সংসার !
বৎসগণ, মাতৃগণ, বলো, খুলে বলো,
কী এমনি করিয়াছি অপরাধ ?

কেহ কেহ। মা'র
বলি নিষেধ ক'রেছো ! বন্ধ মা'র পূজা !

গোবিন্দ। নিষেধ ক'রেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হ'য়েছে মাতা, আসিছে মড়ক,

উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নিরক্তপাত ;
মা মোদের এমনি মা বটে ! দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তা'র রক্ত-পান লোভে ?
হেন মাতৃঅপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহস্মৃতিমাঝে
ব্যথা বাজিল না ? মনে পড়িল না মা'র
মুখ ?—রক্ত চাই, রক্ত চাই, গরজন
করিছে জননী, অবলা দুর্ব্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর,—নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়,
এই কি মায়ের পরিবার ? পুত্রগণ,
এই কি মায়ের স্নেহছবি ?

প্রজাগণ। মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারিনে।

গোবিন্দ। বুঝিতে পারো না ! শিশু
দু-দিনের, কিছু যে বোঝেনা আর, সেও
তা'র জননীরে বোঝে ! সেও বোঝে ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে, সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে, সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মা'র মুখ চেয়ে !—তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হ'লি, মাকে গেলি
ভুলে ? বুঝিতে পারো না মাতা দয়াময়ী ?
বুঝিতে পারো না জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালোবাসা দিয়ে !

বুঝিতে পারো না—ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল! ওরে বৎস,
কী করিয়া দেখাবো তোদের, কী বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কী কাতর দয়া,
কী ভৎর্সনা অভিমানভরা ছলছল
নেত্রে তাঁর! দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস্ আপনার মাকে!
দয়া এলো দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মা'র সিংহাসন হ'তে, সেই অপরাধে
মাতা চ'লে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার?

অপর্ণার প্রবেশ

প্রজা। আপনি চাহিয়া দেখো,
বিমুখ হ'য়েছে মাতা সন্তানের 'পরে!

অপর্ণা। (মন্দিরের দ্বারে উঠিয়া)
বিমুখ হ'য়েছে মাতা! আয় তো মা, দেখি,
আয় তো সমুখে একবার। (প্রতিমা ফিরাইয়া)
এই দেখো
মুখ ফিরায়েছে মাতা!

সকলে। ফিরেছে জননী!
জয় হোক্ জয় হোক্! মাভৈঃ, জয় হোক্!

সকলে মিলিয়া গান

ভৈরবী—একতাল।

থাক্‌তে আর তো পার্‌লি নে মা, পার্‌লি কৈ ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ ?
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি ব'সে ক্ষণিক রোষে
মুখ তো ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়্‌লি কৈ ?

(সকলের প্রস্থান)

জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রবেশ

জয়। সত্য বলো, প্রভু, তোমারি এ কাজ।

রঘু। সত্য
কেন না বলিব ? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে ? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কী বলিতে
চাও, বলো ! হ'য়েছো গুরুর গুরু তুমি,
কী ভর্ৎসনা করিবে আমারে ? দিবে কোন্
উপদেশ ?

জয়। বলিবার কিছু নাই মোর !

রঘু। কিছু নাই ? কোনো প্রশ্ন নাই মোর কাছে ?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু-উপদেশ ? এতদূরে
গেছো ? মনে এতই কি ঘ'টেছে বিচ্ছেদ ?
মূঢ়, শোনো ! সত্যই তো বিমুখ হ'য়েছে
দেবী, কিন্তু তাই ব'লে প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে ! মন্দিরে যে-রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে

সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাবে। চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ! তোমার আমার হাতে সত্য নাই!
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্ত্তি সত্য নহে,
চিন্তা সত্য নহে! সত্য কোথা আছে, কেহ
নাহি জানে তা'রে, কেহ নাহি পায় তা'রে!
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারিদিকে
ফাটিয়া প'ড়েছে, সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তা'র মহামিথ্যা! সত্য
মহারাজ ব'সে থাকে রাজঅন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তা'র, চতুর্দ্দিকে
মরে খেটে খেটে!—শিরে হাত দিয়ে ব'সে
ব'সে ভাবো—আমার অনেক কাজ আছে।
আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।

জয়। যে-তরঙ্গ নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়!
সত্য নহে, সত্য নহে,সত্য নহে; সবি
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই।
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ কক্ষ

রাজা ও চাঁদপাল

চাঁদ। প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ লাগি',—নিকটেই আছে, দুই চারি
দিবসের পথে। প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব—তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হ'তে।

গোবিন্দ। আমারে করিবে দূর?
মোর 'পরে এত অসন্তোষ?

চাঁদ। মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখো—পশুরক্ত
এত যদি ভালো লাগে নিষ্ঠুর প্রজার,
দাও তাহাদের পশু,—রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক্! সর্ব্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি কখন কী হ'য়ে পড়ে।

গোবিন্দ। আছে ভয় জানি চাঁদপাল। রাজকার্য্য
সেও আছে! পাথার ভীষণ, তবু তরী
তীরে নিয়ে যেতে হবে। গেছে কি প্রজার
দূত মোগলের কাছে?

চাঁদ। এতক্ষণে গেছে।

গোবিন্দ। চাঁদপাল, তুমি তবে যাও এই বেলা,

মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো—
যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ !

চাঁদ। মহারাজ ! সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু !

(প্রস্থান)

গুণবতীর প্রবেশ

গোবিন্দ। প্রিয়ে, বড়ো শুষ্ক,
বড়ো শূন্য এ সংসার ! অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালোবেসে চাও মুখ পানে। প্রেমহীন
অন্ধকার, ষড়যন্ত্র, বিপদ, বিদ্বেষ
সবার উপরে হোক্ তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্ণিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন ? অপরাধ বিচারের
এই কি সময় ? তৃষার্ত হৃদয় যবে
মুমূর্ষুর মতো চাহে মরুভূমি মাঝে
সুধাপাত্র হাতে নিয়ে ফিরে চ'লে যাবে ?

(গুণবতীর প্রস্থান)

চ'লে গেলে ! হায়, মোর দুর্ব্বহ জীবন !

নক্ষত্রের প্রবেশ

নক্ষত্র। (স্বগত) যেথা যাই সকলেই বলে "রাজা হবে ?"
"রাজা হবে ?" এ বড়ো আশ্চর্য্য কাণ্ড ! একা

ব'সে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে
রাজা হবে ? রাজা হবে ? দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখী—এক
বুলি জানে শুধু—রাজা হবে ? রাজা হবে ?
ভালো বাপু তাই হবো—কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি ?

গোবিন্দ। নক্ষত্র ! (নক্ষত্র সচকিত)

নক্ষত্র !

আমারে মারিবে তুমি ? বলো, সত্য বলো,
আমারে মারিবে ? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন ? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া ব'লেছো
কথা, প্রণাম ক'রেছো পায়ে, আশীর্ব্বাদ
ক'রেছো গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহার-কালে
এক অন্ন ভাগ ক'রে ক'রেছো ভোজন,
এই কথা নিয়ে ? বুকে ছুরি দেবে ? ওরে
ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্ত্ত্যভূমি প্রথম চরণে
তোর বেজেছিলো যবে,—এই বুকে টেনে
নিয়েছিনু তোরে, যেদিন জননী, তোর
শিরে শেষ স্নেহ-হস্ত রেখে, চলে গেল
ধরাধাম শূন্য করি'—আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরি দিবি ? এক রক্তধারা
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হ'তে বহিয়া এসেছে

চিরদিন ভাইদের শিরায় শিরায়,
সেই শিরা ছিন্ন ক'রে দিয়ে, সেই রক্ত
ফেলিবি ভূতলে ?—এই বন্ধ ক'রে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারী, মার্
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক্ মনস্কাম !

নক্ষত্র। ক্ষমা করো ! ক্ষমা করো ভাই ! ক্ষমা করো !

গোবিন্দ। এসো বৎস, ফিরে এসো ! সেই বক্ষে ফিরে
এসো ! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ ? এ সংবাদ
শুনেছি যখন, তখনি ক'রেছি ক্ষমা !
তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি !

নক্ষত্র। রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা ! রক্ষ মোরে
তা'র কাছ হ'তে !

গোবিন্দ। কোনো ভয় নেই, ভাই !

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর কক্ষ

গুণবতী

গুণ। তবু তো হ'লোনা ! আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছু দিন যদি
তাহা হ'লে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহঙ্কার ছিল
মনে ! মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই
অশ্রুও ফেলিনে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু

অবহেলা, এমন তো কত দিন গেল !
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে,
হীরকের দীপ্তিসম। ধিক্ থাক্ শোভা।
এ রোষ বজ্রের মতো হ'তো যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ 'পরে, ভাঙিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হ'তো রাজ-অহঙ্কার, পূর্ণ
হ'তো রাণীর মহিমা। আমি রাণী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস? হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব—এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিঙ্করী শুধু,
রাণী নহি,—তাহা হ'লে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হ'তো না!

ধ্রুবের প্রবেশ

কোথা যাস্ তুই?

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা।

(প্রস্থান)

গুণ। রাজার হৃদয়-রত্ন এই সে বালক!
ওরে শিশু, চুরি ক'রে নিয়েছিস্ তুই
আমার সন্তান তরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ 'পরে তুই বসাইলি ভাগ!
রাজ-হৃদয়ের সুধাপাত্র হ'তে তুই

নিলি প্রথম অঞ্জলি, রাজপুত্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী ?
মাগো মহামায়া, এ কী তোর অবিচার !
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর—খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান,—দে জননী,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে
যায় যাহে। তুই যা' বাসিস্ ভালো, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্রের প্রবেশ

নক্ষত্র, কোথায় যাও! ফিরে
যাও কেন ? এত ভয় কা'রে তব ? আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়,—আমি কি ভীষণ এত ?

নক্ষত্র। না, না,
মোরে ডাকিয়োনা!

গুণ। কেন কী হ'য়েছে ?

নক্ষত্র। আমি
রাজা নাহি হবো।

গুণ। নাই হ'লে! তাই ব'লে
এত আস্ফালন কেন ?

নক্ষত্র। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি!

গুণ। তাই মরো! শীঘ্র মরো। পূর্ণ হোক্

মনোরথ। আমি কি তোমারে পায়ে ধ'রে
রেখেছি বাঁচিয়ে ?

নক্ষত্র। তবে কী বলিবে বলো !

গুণ। যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও ! বুঝেছো কী ?

নক্ষত্র। সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই !

গুণ। ওই যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হ'য়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্র। তাই বটে ! এতক্ষণে
বুঝিলাম সব ! মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায় ! আমি বলি শুধু খেলা !

গুণ। মুকুট লইয়া খেলা ? বড়ো কাল-খেলা !
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা—নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলনা !

নক্ষত্র। তাই বটে !
এ তো ভালো খেলা নয় !

গুণ। অর্দ্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তা'রে দেবীর চরণে
মোর নামে করো নিবেদন। তা'র রক্তে
নিবে যাবে দেব-রোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে—পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছো কি ?

নক্ষত্র। বুঝিয়াছি।

গুণ। তবে যাও। যা বলিনু করো।
মনে রেখো, মোর নামে ক'রো নিবেদন।

নক্ষত্র। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা! এ কী
সর্ব্বনাশ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক—বুঝিতে কিছুই বাকি নেই।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির সোপান

জয়সিংহ

জয়। দেবী, আছ, আছ তুমি! দেবী, থাকো তুমি!
এ অসীম রজনীর সর্ব্ব প্রান্তশেষে
যদি থাকো কণামাত্র হ'য়ে, সেথা হ'তে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বলো মোরে
"বৎস আছি!"—নাই! নাই! নাই! দেবী নাই।
নাই? দয়া ক'রে থাকো! অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্, জয়সিংহে,
সত্য হ'য়ে ওঠ্! আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই? এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ! সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য,
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্ব্বশূন্য মাঝে।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা, আবার এসেছিস্? তাড়ালেম
মন্দির বাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াস্
সুখের দুরাশা সম দরিদ্রের মনে ?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই !
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দির বাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
অপর্ণা, যাস্‌নে তুই, তোরে আমি আর
ফিরাব না ; আয়, এইখানে বসি দোহে !
অনেক হ'য়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশী
উঠিতেছে তরু-অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অপর্ণা, বিষাদময়ী, তোরেও কি গেছে
ফাঁকি দিয়ে মায়ার দেবতা ? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক ! কেন তা'রে ডেকে আনে
আমাদের ছোটো-খাটো সুখের সংসারে ?
তা'রা কি মোদের ব্যথা বুঝে ? পাষাণের
মতো শুধু চেয়ে থাকে ; আপন ভায়েরে
প্রেম হ'তে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তা'রে, সে কি তা'র কোনো কাজে লাগে ?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে

মুখ ফিরাইয়া তা'র দিকে চেয়ে থাকি,
সে কোথায় চায় ? তা'র কাছে ক্ষুদ্র বটে
তুচ্ছ বটে, তবু তো আমার মাতৃধরা ;
তা'র কাছে কীটবৎ তবু তো আমার
ভাই ; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত
উপেক্ষিত, তা'রা তো আমার আপনার।
আয় ভাই, নির্ভয়ে দেবতাহীন হ'য়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই ? স্বরগের ঐশ্বর্য্য ত্যজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছো ?
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই,
তাই স্বর্গে হ'য়েছে অরুচি ! আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে, নির্ভয় বিশ্বাসসুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার ! অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই।

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চ'লে এসো, এ মন্দির
ছেড়ে !

জয়। যাবো, যাবো, তাই যাবো, ছেড়ে চ'লে
যাবো। হায়রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু যে-রাজত্বে আজন্ম ক'রেছি বাস
পরিশোধ ক'রে দিয়ে তা'র রাজকর
তবে যেতে পাবো ! থাক্ ও সকল কথা !
দেখ্ চেয়ে, গোমতীর শীর্ণ জলরেখা

জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত,—কলধ্বনি তা'র
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ!
আকাশেতে অর্দ্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ—বহু রাত্রিজাগরণে যেন
প'ড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ। হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই। থাক্
দেবী! অপর্ণা, জানিস্ কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা? শুধু তাই বল্।
যা শুনিলে মুহূর্ত্তে অতলে মগ্ন হ'য়ে
ভুলে যাবো জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হ'তে পাবো
তা'র স্বাদ! অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধরজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্ রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালোবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম।

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারিনে কিছু,
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়। তবে আরো
কাছে আয়, মন হ'তে মনে যাক্ কথা!

—এ কী করিতেছি আমি অপর্ণা, অপর্ণা,
চ'লে যা মন্দির ছেড়ে, গুরুর আদেশ।

অপর্ণা। জয়সিংহ, হ'য়োনা নিষ্ঠুর! বারবার
ফিরায়োনা! কী সহেছি অন্তর্যামী জানে।

জয়। তবে আমি যাই। এক দণ্ড হেথা নহে।

(কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া)

অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর, কঠিন!
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে? কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে?
অপর্ণা, সে সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া, জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ? যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে!
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস্,
তুই যদি বুঝিতিস্ এই অন্তর্দাহ!

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী হিয়া,
ক্ষমা করো এরে! এই বেলা চ'লে এসো,
জয়সিংহ, এসো মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই!

জয়। রক্ষা করো! অপর্ণা, করুণা করো!
দয়া ক'রে মোরে ফেলে চ'লে যাও! এক
কাজ বাকি আছে এ জীবনে, সেই হোক্
প্রাণেশ্বর, তা'র স্থান তুমি কাড়িয়ো না। (দ্রুত প্রস্থান)

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে। আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ!

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

নক্ষত্ররায়—রঘুপতি—নিদ্রিত ধ্রুব

রঘু। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিলো মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি ক'রে
কেঁদেছিলো নূতন দেখিয়া চারিদিক,
হতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হ'য়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে! ওরে দেখে
তা'র সেই শিশু মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্র। ঠাকুর ক'রো না দেরি আর,
ভয় হয় কখন সংবাদ পাবে রাজা!

রঘু। সংবাদ কেমন ক'রে পাবে? চারিদিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা!

নক্ষত্র। একবার
মনে হ'লো যেন দেখিলাম কার ছায়া!

রঘু। আপন ভয়ের!

নক্ষত্র। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর।

রঘু। আপনার হৃদয়ের।
দূর হোক্ নিরানন্দ! এসো পান করি
কারণ-সলিল! (মদ্যপান) মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ,—
কার্য্যকালে ছোটো হ'য়ে আসে! বহু বাষ্প
গ'লে গিয়ে এক বিন্দু জল! কিছুই না!
শুধু মুহূর্ত্তের কাজ! শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ! ঘুম হ'তে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণ-রেখাটুকু,—শ্রাবণ-নিশীথে
বিজুলী-ঝলক সম, শুধু বজ্র তা'র
চিরদিন বিঁধে র'বে রাজদম্ভমাঝে।
এসো, এসো যুবরাজ, ম্লান হ'য়ে কেন
ব'সে আছ একপাশে—মুখে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্ব্বাপিতপ্রায়। এসো, পান
করি আনন্দ-সলিল!

নক্ষত্র। অনেক বিলম্ব
হ'য়ে গেছে। আমি বলি আজ থাক্! কাল
পূজা হবে।

রঘু। বিলম্ব হ'য়েছে বটে। রাত্রি
শেষ হ'য়ে আসে।

নক্ষত্র। ওই শোনো পদধ্বনি।

রঘু। কই! নাহি শুনি!

নক্ষত্র। ওই শোনো ! ওই দেখো
আলো !

রঘু। সংবাদ পেয়েছে রাজা। আর তবে
এক পল দেরি নয়। জয় মহাকালী !

(খড়্গ উত্তোলন)

রাজা ও প্রহরীগণের দ্রুত প্রবেশ

(রাজার নির্দ্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও
নক্ষত্ররায় ধৃত হইল)

গোবিন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে ! বিচার হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিচার-সভা

গোবিন্দ। (রঘুপতিকে) আর কিছু বলিবার আছে?

রঘু। কিছু নাই।

গোবিন্দ। অপরাধ করিছ স্বীকার?

রঘু। অপরাধ?

অপরাধ করিয়াছি বটে! দেবীপূজা
করিতে পারিনি শেষ,—মোহে মূঢ় হ'য়ে
বিলম্ব ক'রেছি অকারণে! তা'র শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু।

গোবিন্দ। শুন সর্ব্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীব-বলি, কিম্বা তারি
করিবে উদ্যোগ, রাজ-আজ্ঞা তুচ্ছ করি',
নির্ব্বাসনদণ্ড তা'র প্রতি। রঘুপতি,
অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসনে করিবে যাপন;
তোমারে আসিবে রেখে সৈন্য চারিজন
রাজ্যের বাহিরে।

রঘু। দেবী ছাড়া এ-জগতে
এ জানু হয়নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, তবু জোড় করে
নত-জানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে, দুইদিন দাও অবসর
শ্রাবণের শেষ দুইদিন। তা'র পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে—চ'লে যাবো
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

গোবিন্দ। দুই দিন দিনু
অবসর।

রঘু। মহারাজ রাজ অধিরাজ,
মহিমাসাগর তুমি কৃপা অবতার!
ধূলির অধম আমি, দীন অভাজন।

(প্রস্থান)

গোবিন্দ। নক্ষত্র, স্বীকার করো অপরাধ তব।

নক্ষত্র। মহারাজ, দোষী আমি। সাহস না হয়
মার্জ্জনা করিতে ভিক্ষা। (পদতলে পতন)

গোবিন্দ। বলো, তুমি কার
মন্ত্রণায় ভুলে' এ কাজে দিয়েছো হাত?
স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্র। আর কারে দিব দোষ!
লবোনা এ পাপমুখে আর কারো নাম।
আমি শুধু একা অপরাধী। আপনার

পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্ব্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা করো।

গোবিন্দ। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠো! শোনো কথা! ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হ'তে বেশি বন্দী! এক অপরাধে
দণ্ড পাবে একজনে, মুক্তি পাবে আর
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার, আমি
কোথা আছি!

সকলে। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো প্রভু।
নক্ষত্র তোমার ভাই।

গোবিন্দ। স্থির হও সবে।
ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ! ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্র নদী তীরে, আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসন করিবে যাপন।

(প্রহরীগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত। রাজার
সিংহাসন হইতে অবরোহণ)

গোবিন্দ। দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন! ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার। আজ হ'তে রাজগৃহ

সূচিকণ্টকিত হ'য়ে বিঁধিবে আমায়।
রহিল তোমার সাথে আশীর্ব্বাদ মোর;
যতদিন দূরে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ। (নক্ষত্রের প্রস্থান)

গোবিন্দ। (সভাসদ্‌গণের প্রতি) সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে
ক্ষণেক একেলা রবো আমি। (সকলের প্রস্থান)

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়ন। মহারাজ;
সমূহ বিপদ!

গোবিন্দ। রাজা কি মানুষ নহে?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড়ে নি কি
অতি দীন দরিদ্রের সমান করিয়া?
দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবার অবসর দিবে না কি শুধু?
কিসের বিপদ ব'লে যাও শীঘ্র করি'!

নয়ন। মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,
নাশিতে ত্রিপুরা।

গোবিন্দ। এ নহে নয়নরায়
তোমার উচিত! শত্রু বটে চাঁদপাল,
তাই বলে তা'র নামে হেন অপবাদ?

নয়ন। অনেক দিয়েছো দণ্ড হীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।
শ্রীচরণচ্যুত হ'য়ে আছি, তাই ব'লে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে!

গোবিন্দ। ভালো ক'রে
বলো আরবার, বুঝে দেখি সব।

নয়ন। যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত।

গোবিন্দ। তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ ?

নয়ন। যেদিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে, চ'লে
গেনু দেশান্তরে ;—শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ ; তাই
চ'লেছিনু সেথাকার রাজ-সন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে
সঙ্গে চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তা'র
অভিসন্ধি। ছুটিয়া এসেছি রাজপদে !

গোবিন্দ। সহসা এ কী হ'লো সংসারে, হে বিধাতঃ।
শুধু দুই চারিদিন হ'লো ধরণীর
কোনোখানে ছিদ্রপথ হ'য়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হ'তে
উঠিতেছে চারিদিকে পৃথিবীর 'পরে,
পদে পদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল ! এখন সময় নহে
বিস্ময়ের। সেনাপতি, লহ সৈন্যভার !

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ

জয়সিংহ ও রঘুপতি

রঘু। গেছে গর্ব্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব !
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর।
কাল আমি অসংশয়ে ক'রেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার।
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ ! নক্ষত্র পড়িলে খসি'
তা'র চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ।
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাসভরে
খদ্যোৎ ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায় !
দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে,
বারেক নিবিলে তারা চির-অন্ধকার !
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন ; সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হ'য়ে ! জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয় !
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক
ঘুচায়ে মরিয়া যায় ! কালামুখ তা'র
রাজরক্তে রাঙা ক'রে তবে যায় যেন !

বৎস, কেন নিরুত্তর! গুরুর আদেশ
নাহি আর। তবু তোরে ক'রেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তা'র অনুরোধ?
নহি কিরে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা ব'লে? এই দুঃখ,
এত ক'রে স্মরণ করাতে হ'লো! কৃপা-
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে! বৎস, তবু নিরুত্তর? জানু তবে
আর বার নত হোক্! কোলে এসেছিলো
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোটো, তা'র কাছে নত হোক্ জানু! পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি!

জয়। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে,
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তা'রে এনে দিব। যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ ক'রে দিয়ে
যাবো! তাই হবে! তাই হবে!

(প্রস্থান)

রঘু। তবে, তাই
হোক্: দেবী চাহে, তাই ব'লে দিস্! আমি
কেহ নই! হায় অকৃতজ্ঞ! দেবী তোর
কী ক'রেছে? শিশু কাল হ'তে দেবী তোরে
প্রতিদিন ক'রেছে পালন? রোগ হ'লে
করিয়াছে সেবা? ক্ষুধায় দিয়াছে অন্ন?

মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা ? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে ? হায়, কলিকাল ! থাক্ !

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদকক্ষ

রাজা

নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়ন। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধসজ্জা হ'য়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও
মহারাজ, অগ্রসর হই—আশীর্ব্বাদ
করো—

গোবিন্দ। চলো সেনাপতি, নিজে আমি যাবো
রণক্ষেত্রে।

নয়ন। যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত
থাকো, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দ। সেনাপতি,
সবার বিপদ-অংশ হ'তে মোর অংশ
নিতে চাই আমি। মোর রাজ-অংশ সব
চেয়ে বেশি। এসো সৈন্যগণ, লহ মোরে
তোমাদের মাঝে। তোমাদের নৃপতিরে

দূর সিংহাসনচূড়ে নির্ব্বাসিত ক'রে
সমর-গৌরব হ'তে বঞ্চিত ক'রোনা।

চরের প্রবেশ

চর। নির্ব্বাসন-পথ হ'তে ল'য়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য ল'য়ে রাজধানী পানে।

গোবিন্দ। চুকে গেল।
আর ভয় নাই। যুদ্ধ তবে গেল মিটে।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। বিপক্ষশিবির হ'তে পত্র আসিয়াছে।

গোবিন্দ। নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।—এই কি স্নেহের সম্ভাষণ!
এ তো নহে নক্ষত্রের ভাষা। চাহে মোর
নির্ব্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুরা—দগ্ধ ক'রে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুর তরে
ত্রিপুর-রমণী?—দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি! "মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য!"
মহারাজ! দেখো দেখো সেনাপতি—এই দেখো
রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত দিয়াছে রাজারে
নির্ব্বাসন দণ্ড! এমনি বিধির খেলা!

নয়ন। নির্ব্বাসন! এ কী স্পর্দ্ধা! এখনো তো যুদ্ধ
শেষ হয় নাই!

গোবিন্দ। এ তো নহে মোগলের
দল। ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হ'তে
করিয়াছে সাধ, তা'র তরে যুদ্ধ কেন?

নয়ন। রাজ্যের মঙ্গল—

গোবিন্দ। রাজ্যের মঙ্গল হবে?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখি দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য ক'রে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে,—গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা?
দেখি দেখি আরবার—এ কি তা'র লিপি?
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে! আমি
দস্যু! আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি! নহে, নহে,
এ তা'র রচনা নহে।—রচনা যাহারি
হোক্, অক্ষর তো তারি বটে। নিজ হস্তে
লিখেছে তো সেই। যে-সর্পেরি বিষ হোক্,
নিজের অক্ষর-মুখে মাখায়ে দিয়েছে—
হেনেছে আমার বুকে!—বিধি, এ তোমার
শাস্তি,—তা'র নহে! নির্ব্বাসন! তাই হোক্
তা'র নির্ব্বাসনদণ্ড তা'র হ'য়ে আমি
নীরবে বিনম্রশিরে করিব বহন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির বাহিরে ঝড়

পূজোপকরণ লইয়া রঘুপতি

রঘু। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবী!
ওই রোষ-হুহুঙ্কার! অভিশাপ হাঁকি'
নগরের 'পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী? ওরা ওই বুঝি তোর
প্রলয় সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ-উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি' এত দিন ছিলি
কোথা দেবী? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কী আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্ত্তি দেখে! সাহসে ভ'রেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়েছে; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে! ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা! জয়
মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ

দূর হ দূর হ মায়াবিনী !
জয়সিংহে চাস্ তুই ! আরে সর্ব্বনাশী
মহাপাতকিনী !

(অপর্ণার প্রস্থান)

এ কী অকাল-ব্যাঘাত !
জয়সিংহ যদি নাই আসে ! কভু নহে !
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তা'র।—জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ঙ্করী !—
যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তা'র প্রহরীর হাতে ?
জয় মা অভয়া ! জয় ভক্তের সহায় !
জয় মা জাগ্রত দেবী ! জয় সর্ব্বজয়ী !
ভক্ত-বৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে ! শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃ-অহঙ্কার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবেনা তোরে ! ওই পদধ্বনি।
জয়সিংহ বটে। জয় নৃমুণ্ডমালিনী !
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি !

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ,—

রাজরক্ত কই ?

জয়। আছে আছে! ছাড়ো মোরে!
নিজে আমি করি নিবেদন!—রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা? আমি রাজপুত, পূর্ব্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে!
এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্তভৃষাতুরা!

(বক্ষে ছুরি বিন্ধন)

রঘু। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর!
এ কী সর্ব্বনাশ করিলি রে? জয়সিংহ
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্ম্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী? জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা-ধন।
জয়সিংহ, বৎস মোর, হে গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহঙ্কার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে! জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ!

রঘু। আয় মা অমৃতময়ী! ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তা'রে
নিয়ে যা মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি! (অপর্ণার মূর্চ্ছা।)

রঘু। (প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া)
ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

গোবিন্দমাণিক্য—নয়নরায়

গোবিন্দ। এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি প'রেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ! উঠিয়াছে
রাজধানী বহির্দ্বারে বিজয়-তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহুসম! এখনো প্রাসাদ হ'তে
বাহিরে আসিনি—ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এতদিন রাজা ছিনু—কারো কি করিনি
উপকার? কোনো অবিচার করি নাই
দূর? কোনো অত্যাচার করিনি শাসন?
ধিক্ ধিক্ নির্ব্বাসিত রাজা! আপনারে
আপনি বিচার করি' আপনার শোকে

আপনি ফেলিস্ অশ্রু !—মর্ত্ত্যরাজ্য গেল
আপনার রাজা তবু আমি ! মহোৎসব
হোক্ আজি অন্তরের সিংহাসন তলে !

গুণবতীর প্রবেশ

গুণ। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ !
এইবার শুনেছো তো দেবীর নিষেধ !
এসো প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা ক'রে
রাম-জানকীর মতো যাই নির্ব্বাসনে !

গোবিন্দ। অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর।
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে ! এসো
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয় !

গুণ। ভিক্ষা
রাখো নাথ !

গোবিন্দ। বলো দেবী।

গুণ। হ'য়ো না পাষাণ !
রাজগর্ব্ব ছেড়ে দাও। দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি, তবু
আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক্ হৃদয়।
তুমি তো নিষ্ঠুর কভু ছিলেনাকো প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ ! কে তোমারে

আমার সৌভাগ্য হ'তে লইল কাড়িয়া।
করিল আমারে রাজাহীন রাণী।

গোবিন্দ। প্রিয়ে,
আমারে বিশ্বাস করো একবার শুধু।
না বুঝিয়া বোঝো মোর পানে চেয়ে। অশ্রু
দেখে বোঝো, আমারে যে ভালবাসো, সেই
ভালবাসা দিয়ে বোঝো,—আর রক্তপাত
নহে! মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ো না, নিরাশ ক'রো না আশা দিয়ে।
যাবে যদি মার্জ্জনা করিয়া যাও তবে!

(গুণবতীর প্রস্থান)

গেলে চলি!—কী কঠিন নিষ্ঠুর সংসার!—
ওরে কে আছিস্?—কেহ নাই। চলিলাম।
বিদায় হে সিংহাসন। হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্ব্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়!

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর কক্ষ

গুণবতী

গুণ। বাজা' বাদ্য বাজা' আজ রাত্রে পূজা হবে।
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পূরিবে। আন্ বলি।
আন্ জবাফুল। রহিলি দাঁড়ায়ে? আজ্ঞা

শুনিবিনে ? আমি কেহ নই ? রাজ্য গেছে
তাই ব'লে এতটুকু রাণী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিঙ্কর কিঙ্করী ?
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ। ত্বরা ক'রে
করো গিয়ে আয়োজন, দেবীর পূজার।
মহামায়া, এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি

রঘু। দেখো, দেখো, কী ক'রে দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ। মূঢ় নির্ব্বোধের মতো।
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির ! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে।
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি'। হা হা হা হা !
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে র'য়েছে বসিয়া !
মা বলিয়া ডাকে যত জীব—হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দ্দয় বিদ্রূপ !
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর ! দে ফিরায়ে !
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী ! (নাড়া দিয়া)

শুনিতে কি
পাস্ ? আছে কর্ণ ? জানিস্ কি ক'রেছিস্ ?
কার রক্ত করেছিস্ পান ? কোন্ পুণ্য-
জীবনের ? কোন্ স্নেহ দয়া প্রীতিভরা
মহা-হৃদয়ের ?
থাক্ তুই চিরকাল
এই মতো—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস।
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে ! তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে।—কার কাছে কাঁদিতেছি!
তবে দূর, দূর, দূর, দূর ক'রে দাও
হৃদয়-দলনী পাষাণীরে ! লঘু হোক্
জগতের বক্ষ ! (দূরে গোমতীর জলে প্রতিমা নিক্ষেপ)

মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া গুণবতীর প্রবেশ

গুণ। জয় জয় মহাদেবী !
দেবী কই ?
রঘু। দেবী নাই।
গুণ। ফিরাও দেবীরে,
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষ শান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মা'র পূজা।
রাজ্য, পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু

প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া করো, দয়া ক'রে
দেবীরে ফিরায়ে আনো শুধু আজি এই
একরাত্রি তরে। কোথা দেবী!

রঘু। কোথাও সে
নাই। ঊর্দ্ধে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।

রঘু প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী?

রঘু দেবী বলো
তা'রে? এ সংসারের কোথাও থাকিত দেবী
—তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল-রক্ত হৃদয় বিদারি'
মূঢ় পাষাণের পদে! দেবী বলো তা'রে?
পুণ্য-রক্ত পান ক'রে, সে মহারাক্ষসী
ফেটে ম'রে গেছে।

ণ। গুরুদেব, বধিওনা
মোরে। সত্য ক'রে বলো আরবার! দেবী
নাই?

রঘু। নাই।

গুণ। দেবী নাই?

রঘু। নাই।

গুণ। দেবী নাই?
তবে কে র'য়েছে?

রঘু। কেহ নাই। কিছু নাই।

গুণ। নিয়ে যা—নিয়ে যা পূজা! ফিরে যা, ফিরে যা!
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা। পিতা!
রঘু। জননী, জননী, জননী আমার!
পিতা! এ তো নহে ভৎর্সনার নাম! পিতা!
মা জননী, পুত্রঘাতীরে পিতা ব'লে
যে-জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া ক'রে গেছে! আহা, ডাক্ আরবার!
অপর্ণা। পিতা! এসো এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা।

পুষ্প অর্ঘ্য লইয়া রাজার প্রবেশ

রাজা। দেবী কই!
রঘু। দেবী নাই।
রাজা। এ কি রক্তধারা?
রঘু। এই শেষ পুণ্য রক্ত এ পাপ মন্দিরে!
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে
হিংসারক্ত-শিখা!
রাজা। ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে।
গুণ। মহারাজ!
রাজা। প্রিয়তমে!

গুণ। আজ দেবী নাই—

তুমি মোর একমাত্র র'য়েছো দেবতা। (প্রণাম)

রাজা। গেছে পাপ। দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া

আমার দেবীর মাঝে।

অপর্ণা। পিতা চ'লে এসো!

রঘু। পাষাণ ভাঙিয়া গেল,—জননী আমার

এবারে দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।

জননী অমৃতময়ী।

অপর্ণা। পিতা চ'লে এসো!

সমাপ্ত